শেরপুর

পাঠাগার না গাঁজাগার?

শেরপুর (বগুড়া) থেকে সংবাদদাতা ॥ প্রয়োজনীয় সরকারী সুযোগ-সুবিধার অভাবে কতিপয় রাজনৈতিক নেতার কর্তৃত্বের লড়াই এবং সংস্কারের অভাবে উপজেলার ঐতিহ্যবাহী টাউনক্লাব পাবলিক লাইব্রেরীটি এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। কালের বিবর্তনে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রটি এখন হেরোইন ও ফেন্সিসেবীদের নিরাপদ আঁখড়ায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট থেকে জানা যায়, ১৯১৫ সালে কোন এক শিক্ষানুরাগী জমিদার এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লাইব্রেরীর নামে ১২ বিঘা জমিও দান করেন। শেরপুর পৌর শহরে অবস্থিত এ গণগ্রন্থাগারটির বয়স প্রায় একশ বছর হলেও এতে কোন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। ইটের দেয়ালটি মাঝে মাঝে খসে পড়ছে। উপরের টিনগুলোতে মরিচা পড়ে লাল হয়ে গেছে। বৃষ্টির দিনে পানি পড়ে মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। পাঠকক্ষে কয়েকটি ভাঙ্গা চেয়ার-টেবিল থাকলেও তা বসার অনুপযুক্ত। কেয়ারটেকার আঃ জলিল জানায়, লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার বই রয়েছে। তবে তার অধিকাংশ পুরানো। তিনি জানান, বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা রাখার নিয়ম থাকলেও পাঠক শূন্যতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই লাইব্রেরী বন্ধ করতে হয়। এলাকাবাসী জানায়, এক সময় যেখানে জ্ঞানপিপাসু লোকের পদচারণায় মুখরিত থাকতো এখন সেখানে মাদকাশক্তদের নিরাপদ আঁখড়ায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যেও একান্তই বই ভালবেসে হাতে গোনা কয়েকজন নিয়মিত লাইব্রেরীতে যাতায়াত করেন। বর্তমানে লাইব্রেরীতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।